দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 MAY 2016 ......
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 7 ... .

আদালতের অনুমতিতে শিক্ষক লাঞ্ছনার তদন্ত করছে পুলিশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে লাঞ্ছিত করার ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ। আদালতের অনুমতি নিয়েই বন্দর থানা এ ঘটনার তদন্ত করছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে এ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পাঠানো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষক শ্যামলের কাছ থেকে জোর করে পদত্যাগপত্র আদায় করে ছিল স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। ধর্ম অবমাননার যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা নিয়েও বক্তব্যে গরমিল রয়েছে। এসব প্রতিবেদন এফিডেভিট আকারে রবিবার বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মো. ইকবাল কবিরের ডিভিশন বেঞ্চে উপস্থাপন করা হবে।

ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে গত ১৩ মে নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তিকে লাঞ্ছিতের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে করা মাউশির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির আর্থিক দ্বন্দ্ব ছিল। এই দ্বন্দ্ব নিরসনে কখনো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আর্থিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দিয়ে এ ঘটনার অধিকতর তদন্ত করা যেতে পারে। অজ্ঞাত কোনো পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষকের নামে যে বিষোদগার মসজিদের মাইকে প্রচার করে জনগণকে উত্তেজিত করতে প্ররোচনা দিয়েছে, সেটি উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দায়ী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থী রিফাত এবং তার মায়ের লিখিত ও মৌখিক জবানবন্দি এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে মনে হয়েছে এগুলোর মধ্যে গরমিল রয়েছে। অতএব বিতর্কিত বিষয়টির সত্যতা গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হতে পারে। এ ছাড়া প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগপত্র জোর করে আদায় ও সাময়িক বরখাস্তের বিষয়টি আইনসিদ্ধ হয়নি বিধায় তাকে উক্ত পদে বহাল করা যেতে পারে।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোতাহার হোসেন সাজু বলেন, প্রশাসন থেকে প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। এগুলো এফিডেভিট করে আদালতে পেশ করা হবে। তিনি বলেন, পুলিশ সদর দপ্তর একজন অতিরিক্ত ডিআইজিকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। জেলা প্রশাসকও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে দিয়ে কমিটি করে তদন্ত করছে। তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ায় এ দুটি কমিটির প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি।